৪৪তম সংখ্যা | জানুয়ারি-মার্চ | ২০২২

ত্রৈমাসিক

আমিক বার্তা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের হেল্থ ও ওয়াশ সেক্টরের মুখপত্র

হেল্থ ও ওয়াশ সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

রিকভারি গেট টুগেদার ২০২২

মাদক নির্ভরশীলতা থেকে সুস্থতাপ্রাপ্তদের মিলন মেলা

মাদক নির্ভরশীলতা একটি দীর্ঘস্থায়ী ও রিল্যাপিং ডিসঅর্ডার। মাদক নির্ভরশীলতার ফলে বারবার মাদক গ্রহণের আগ্রহ তৈরি হয় এবং এর ক্ষতিকারক পরিণতি জানা সত্ত্বেও মাদকের ক্রমাগত ব্যবহার মস্তিষ্কে দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন আনে যেটা শারীরিক ও মানসিক ভারসাম্যহীনতা তৈরি করে। তবে মাদক ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট ব্যাধিগুলো প্রতিরোধ এবং চিকিৎসাযোগ্য- ২৬ মার্চ, ২০২২ আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র আয়োজিত মাদক থেকে সুস্থতা প্রাপ্তদের রিকভারি গেট টুগেদার অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব ব্যক্ত করেন।

দিনব্যাপী এই গেট টুগেদার চার শতাধিক মাদকসক্তি হতে সুস্থতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি, পরিবারের সদস্য ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের বিভিন্ন প্রকল্পের কর্মীবৃন্দ অংশ নেন। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হল সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ও চিকিৎসার বাঁধা অতিক্রম করে সুস্থ-স্বাভাবিক জীবন-যাপন করছেন এমন ব্যক্তিদের উৎসাহ প্রদান করা।

দিনব্যাপী এই কর্মসূচির মধ্যে ছিল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, রিকভারি রান, রিকভারি শেয়ারিং, ফ্যামিলি শেয়ারিং, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা, র‍্যাফেল ড্র, রিকভারি কাউন্ট-ডাউন এবং উপহার বিতরণ। অনুষ্ঠানে নিবন্ধিত সকল অংশগ্রহণকারীদের উপহার হিসেবে মাদকবিরোধীতার উপরে লেখা স্মরণীকা, মগ, টি-শার্ট, মাস্ক এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার প্রদান করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক (ঢাকা বিভাগ) মোঃ জাফরুল্লাহ কাজল। অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন গাজীপুর ২২ ওয়ার্ডের কাউন্সেলর মোশাররফ হোসেন, মনোচিকিৎসক ডা. আখতারুজ্জামান সেলিম, যশোর সেন্টারের ম্যানেজার আমিরুজ্জআমান লিটন, গাজীপুর সেন্টারের ম্যানেজার মিজানুর রহমান, রিকভারী ও রিকভারী পরিবারের সদস্যগণ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ। তিনি বলেন যে, চিকিৎসা পরবর্তী সুস্থতা হল পরিবর্তনের একটি ধাপ ও প্রক্রিয়ামাত্র। মাদক মুক্ত থেকে সামাজিক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি উপেক্ষা করা এবং একটি উৎপাদনমূখী জীবন-যাপন করা রিকভারীর গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্র মাদক থেকে সুস্থ থাকার প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করে। তিনি এই কর্মসূচিতে সহযোগিতা করার জন্য অংশগ্রহণকারীদের এবং পৃষ্ঠপোষকদের বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান।

কোভিড-১৯ গণটিকা কার্যক্রম ১ম ডোজ ও ২য় ডোজ প্রদান

গত ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ থেকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত আরবান প্রাইমারী হেল্থ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্প ২য় পর্যায় প্রকল্পের ডিএসসিসি পার্টনারসিপ এরিয়া-০৩, হাজারীবাগ এবং ডিএনসিসি পার্টনারসিপ এরিয়া-০৩, মিরপুর কর্ম এলাকায় কোভিড-১৯ টিকা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশ সরকারের কোভিড-১৯ টিকা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে কেন্দ্রে দ্বয়ের মাধ্যমে এ পর্যন্ত সর্বমোট তিন লক্ষ পচাঁনব্বই হাজার আটশত সাত জনকে ১ম, ২য় এবং বুস্টার ডোজ টিকা প্রদান করা হয়। যার মধ্যে দুই লক্ষ দশ হাজার তিনশত বাইশ জন পুরুষ এবং এক লক্ষ পচাঁশি হাজার চারশত পচাঁশি জন নারী। তন্মধ্যে এক লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার চারশত ছত্রিশ জনকে সিনোফার্ম, এক লক্ষ দুই হাজার সাতশত আঠার জনকে মর্ডানা এবং এক লক্ষ ছত্রিশ হাজার ছয়শত তেপ্পান্ন জনকে অ্যাস্ট্রেজিনিকা টিকা দেয়া হয়।

সম্পাদকীয়

নব্বই দশকে বিশ্বব্যাপী মাদক সমস্যা যখন প্রকট আকার ধারণ করছে সেই সময়ে ১৯৯০ সালে তামাক, এইডস ও মাদকের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে বিভিনড়ব কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে আহ্ছানিয়া মিশন মাদকতা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (আমিক) এর যাত্রা শুরু হয়। প্রম পর্যায়ে তামাক, এইডস ও মাদকের বিরুদ্ধে সমাজের সকল পর্যায়ের গণসচেতনতা সৃষ্টিতে দেশব্যাপী বিভিনড়ব নেটওর্য়াক গঠনের মাধ্যমে এর কার্যক্রম পরিচালনা করা হতো। বর্তমানে আমিক ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রতিনিধিত্ব করছে। আমিক ৩০ বছরে পর্দাপন করেছে। এই দীর্ঘ সময়ের যাত্রায় আমিকের কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। আমিকের কার্যক্রম কেবল মাদক, এইডস ও তামাকের মাঝে সীমাবদ্ধ নেই। বর্তমানে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, সংক্রামক রোগের প্রতিরোধমূলক এবং নিরাময়মূলক সেবা, মাদকাসক্তি রোগের চিকিৎসা, প্রতিরোধ এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি, অসংক্রামক রোগের (এনসিডি) প্রতিরোধ ও চিকিৎসা, মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক চিকিৎসা ও সচেতনতামূলক কর্মসূচীতেও আমিকের কার্যক্রম
বিস্তৃত রয়েছে। আমিকের মাদকবিরোধী কার্যক্রমের আওতায় বর্তমানে মাদক নির্ভরশীল পুরুষ ও নারীদের জন্য চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, কারাবন্দী মাদক নির্ভরশীলদের পুনর্বাসনে কারাগারে কারাবন্দীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, রাজশাহী ও নাটোর জেলায় মাদকবিরোধী গণসচেতনতামূলক প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন, চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিতদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা, গবেষণা কার্যক্রমসহ বাস্তবায়নসহ, বিভিনড়ব জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের সদস্য হিসেবে সংযুক্ত আছে। আমিকের প্রতিটি কর্মসূচিতেই সিভিল সোসাইটির নেটওয়ার্ক, গণমাধ্যমের সাথে সমন্বয়, জাতীয় ও স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ও নীতিনির্ধারকদের সাথে এডভোকেসি করা সহ জাতীয় ইস্যুতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন তৈরি ও বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন জাতীয় মাদকবিরোধী কমিটির সদস্য। বিভিনড়ব জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইস্যুতে তামাক ও মাদকবিরোধী সমস্যায় এডভোকেসি করে থাকে। এই সমস্ত কার্যক্রমে প্রতিনিয়ত অবদানের স্বীকৃতি স্বরুপ ও অসামান্য অবদানের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। এভাবে সমাজের মানুষের কল্যাণে আমিকের পথচলা চলমান রয়েছে ও ভবিষতেও থাকবে আর এই যাত্রায় আপনারা থাকবেন আমাদের সাথে এটাই প্রত্যাশা।

এছাড়া ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন গণটিকা কার্যক্রমেও অংশগ্রহণ করে থাকে। গণটিকা কার্যক্রমের মাধ্যমে ১ম ও ২য় ডোজ সর্বমোট এক লক্ষ সাতাশ হাজার দুইশত বাইশ জনকে টিকা প্রদান করা হয়। তার মধ্যে এক লক্ষ একুশ হাজার আটশত একষট্টি জন পুরুষ এবং এক লক্ষ এগার হাজার একশত বায়ান্ন জন নারী।

এদিকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন বাস্তবায়িত আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্প-২য় পর্যায় এর ৫ টি নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র এ ২৬ হতে ২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২২তারিখ সরকার ঘোষিত কোভিড-১৯ এর গনটিকা কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। কার্যক্রম ১ওয়ার্ডে অবস্থিত নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-১, ২ওয়ার্ডে অবস্থিত নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-২, ১২ওয়ার্ডে অবস্থিত প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কার্যালয়, ১৩ওয়ার্ডে অবস্থিত নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-৩, ১৫ওয়ার্ডে অবস্থিত নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-৪ এবং ১৮ওয়ার্ডে অবস্থিত নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-৫ এ অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও ৪ওয়ার্ড, ৭ওর্য়াড ও ১১ওর্য়াড এ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্প-২য় পর্যায় এর কর্মীগণ টিকাদান কর্মসূচীতে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এর সহযোগী হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। ডা. এফ এ এম আঞ্জুমান আরা বেগম, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, রিয়াজ উদ্দীন আহমেদ, প্রকল্প ব্যবস্থাপক, মো: আপেল মাহমুদ, ম্যানেজার (এডমিন এন্ড ফাইনান্স),আরসিসি, পিএ ১ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কোভিড ১৯ টিকাদান কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

টিকাদান কার্যক্রমে মোট ২০৩৮ জনকে কোভিড-১৯ ১ম ডোজ এর টিকা প্রদান করা হয়, তার মধ্যে মোট ৮৫৫ জন পুরুষ এবং ১১৮৩ জন মহিলা। এছাড়াও গণটিকা কার্যক্রম এর অংশ হিসাবে ২৭ হতে ২৯ মার্চ, ২০২২তারিখ কোভিড-১৯ এর ২য় ডোজ প্রদানের কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। টিকাদান কার্যক্রমে মোট ২২১০ জনকে কোভিড-১৯ ২য় ডোজ এর টিকা প্রদান করা হয়, তার মধ্যে মোট ৯৮৬ জন পুরুষ এবং ১২২৪ জন মহিলা।

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন ৩১.০৩.২০২২তারিখ হতে আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্প-২য় পর্যায়, আরসিসি, পিএ-১, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর ৩ টি নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র (নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-৩,৪ ও ৫) কে স্থায়ী কোভিড-১৯ টিকাদান কেন্দ্র হিসাবে ঘোষনা করে। তারিখ হতে উল্লেখিত নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহে কোভিড-১৯ এর ১ম, ২য় এবং ৩য় (বুষ্টার) ডোজ এর টিকা প্রদান করা হচ্ছে।

এছাড়া ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্যসেক্টর পরিচালিত মায়ের হাসি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র গত ২৬ ফেব্রুয়ারী ২০২২ গনটিকার ১ম ডোজ ও ২৮ মার্চ ২০২২ গনটিকা কার্য়ক্রমের ২য় ডোজ এর জন্য র্কাযক্রম পরিচালনা করেন। কার্যক্রমে মোট প্রথম ডোজ গ্রহণ করেন ৩২০ জন এবং ২য় ডোজ গ্রহণ করেন ২২২ জন। র্কাযক্রম সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের জন্য ৫৫ ওয়ার্ডেও কাউন্সেলর ও মহিলা কাউন্সেলর সার্বিক সহযোগীতা করেন।

ত্রৈমাসিক আমিকবার্তা

১৩ম বর্ষ
৪৪তম সংখ্যা
জানুয়ারি-মার্চ ২০২২

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
ইকবাল মাসুদ

সম্পাদকীয় পরিষদ
রেজাউর রহমান রিজভী
আঁখি খাতুন

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
সেকান্দার আলী খান

ইয়ুথ স্কেটারদের নিরাপদ সড়কের দাবি

একদল স্কেটার নিরাপদ সড়কের দাবিতে শাহবাগ, বইমেলা হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় স্কেটিং করে। গ্লোবাল রোড সেফটি পার্টনারশীপের সহযোগীতায় ও ঢাকা আহছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের

আয়োজনে এই 'স্কেটিংশো' অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পেইনে স্কেটাররা সড়কে যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ করা, মানসম্মত হেলমেট ব্যবহার নিশ্চিত করা, গাড়িতে শিশু সিটের প্রচলন করা এবং সবার জন্য গাড়ির সিট বেল্ট ব্যবহার নিশ্চিত করা সহ বিভিন্ন দাবি জানান। ক্যাম্পেইনটিতে জামির র‍্যাপিড এন্ড ম্যাগনোলিয়া স্কেটিং ক্লাবের সদস্যরা অংশ নেয়। উল্লেখ্য, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যানুযায়ী প্রতি বছর বাংলাদেশে সড়কে আনুমানিক প্রায় ২৫ হাজার মানুষের প্রাণ ঝরে। আর এই দুর্ঘটনায় প্রধান শিকার হয় শিশু, কিশোর ও যুব সমাজ।

মাদক নির্ভরশীলদের চিকিৎসায় পরিবারের ভূমিকা শীর্ষক পারিবারিক সভা

২০ মার্চ ২০২২ আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র ভেকুটিয়া যশোরের চিকিৎসারত ২১ টি পরিবারের ৪০ জন সদস্যদের অংশগ্রহনে একটি পারিবারিক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় মাদক কি, লক্ষণ, বর্তমান মাদকাসক্তির অবস্থা, মাদকাসক্তি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা, কো-অকারিং ডিজিস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনা করেন সেন্টার ম্যানেজার মোঃ আমিরুজ্জামান, কাউন্সেলর মাসুদ রানা, মেডিকেল অফিসার ডাঃ মারুফুজ্জামান মারুফ, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, স্বাস্থ্য সেক্টর আমিক যশোর। মুক্ত আলোচনা পর্বে আগত অভিভাবক গণ মাদকাসক্তির চিকিৎসা সম্পর্কিত, সেন্টারের

চলমান সেবা সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্ন করেন, প্রশ্নের উত্তর দেন সেন্টার ম্যানেজার, কাউন্সেলর, কেস ম্যানেজার। আগত অভিভাবকদের মধ্যে সভায় অংশগ্রহনে বেশ আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় এবং এ ধরণের অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য তারা কতৃপক্ষের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পরিশেষে সেন্টার ম্যানেজার এর বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

এছাড়া এর আগে ১৭ ফেব্রুয়ারি আহ্ছানিয়া হেনা আহমেদ মনোযত্ন কেন্দ্রের আয়োজনে এক ভারচুয়াল পারিবারিক সভার আয়োজন করা হয়। পারিবারিক সভায় ৮টি পরিবারের ১২ জন সদস্য জুম এর মাধ্যমে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন। মনোযত্ন কেন্দ্রে চিকিৎসারত এবং চিকিৎসা পরবর্তী রোগীদের চিকিৎসার ধারাবাহিক এবং গুরুত্বপুর্ন উপাদান হিসেবে পরিবারের সদস্যদের জন্য পারিবারিক মনোসামাজিক শিক্ষার অংশ হিসেবে মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রনে কাউন্সেলিং এর গুরুত্বের উপর সভার আয়োজন করা হয়।

মাদক নিয়ন্ত্রণে পরিবার হলো প্রথম শিক্ষাঙ্গন

'মাদক নিয়ন্ত্রণে পরিবার হলো প্রথম শিক্ষাঙ্গন। পরিবার যদি তার সদস্যদের প্রতি খেয়াল রাখে তবে মাদকাসক্তের হার কমে যাবে'- আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২২ উদযাপনের অংশ হিসেবে ৭ মার্চ আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের আয়োজনে নারী গনমাধ্যমকর্মীদের নিয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা এ কথা বলেন।

'এমপাওয়ারিং ওমেন ইন রিকভারি' এই স্লোগানে আয়োজিত এই সংবাদ সম্মেলনে আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের চিকিৎসা গ্রহণ করা নারীদের গত এক বছরের তথ্য প্রকাশ করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে অতিথি ছিলেন নাগরিক টিভির প্রধান প্রতিবেদক ও ঢাকা রিপোর্টাস ইউনিটির যুগ্ম সম্পাদক শাহানাজ শারমিন এবং বাংলাদেশ নারী সাংবাদিক সমিতির সভাপতি নাসিমা আক্তার সোমা। সভায় বাংলাদেশ নারী সাংবাদিক সমিতির ২০ জন নারী সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার উম্মে জান্নাত। এতে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের সিনিয়র সাইকোলজিস্ট রাখী গাঙ্গুলী।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ বলেন, পৃথিবীব্যাপি নারী ও শিশুদেরকে স্পেশাল ট্রিটমেন্ট দেয়া হয়। সে বিষয়টি মাথায় রেখে আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের মাধ্যমে আমরা মাদকাসক্ত নারীদের জন্য পুর্ণাঙ্গ এই সেন্টারটি পরিচালনা করছি, যেখানে কেবল নারীদের দ্বারাই নারী মাদকাসক্তদের চিকিৎসা করা হয়। যেহেতু মাদকনির্ভরশীলতা একটি অসুস্থতা বিধায় মাদকমুক্তরাও পুনরায় আসক্ত হতে পারে, সেহেতু হতাশ না হয়ে পুনরায় চিকিৎসা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে সমাজের সকল পর্যায় থেকে সচেতনায় কাজ করতে হবে। এক্ষেত্রে গণমাধ্যমকর্মীরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে।

"তামাক ছাড়ুন, সুস্থ থাকুন" গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদের 'তামাক ছাড়ুন, সুস্থ থাকুন' গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন হলো ৩ মার্চ জাতীয় সচিবালয়ের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে। মোড়ক উন্মোচন করেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সিনিয়র সচিব লোকমান হোসেন মিয়া, অতিরিক্ত সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য) কাজী জেবুন্নেছা বেগম, যুগ্ম সচিব (বিশ্ব স্বাস্থ্য অধিশাখা) নিলুফার নাজনীন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ন্যাশনাল প্রফেশনাল অফিসার ডা. সৈয়দ মাহফুজুল হক, মাদক দ্রব্য ও নেশা নিরোধ সংস্থা (মানস) এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক ডা. অরুপ রতন চৌধুরী, ভাইটাল স্ট্রাটেজিসের হেড অব প্রোগ্রামস- বাংলাদেশ মো. শফিকুল ইসলাম ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ।

মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সিনিয়র সচিব লোকমান হোসেন মিয়া বলেন, অসংক্রামক রোগের মহামারি মানুষের আচরণ ও জীবনযাত্রার সাথে সংশ্লিষ্ট। বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে ক্যানসারসহ অসংক্রামক এবং অন্যান্য দীর্ঘস্থায়ী রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়ে চলেছে। অসংক্রামক রোগ অনেকাংশে তামাক ব্যবহার সম্পর্কিত, যা গ্রহণযোগ্য উপায়ে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিরোধ সম্ভব। 'তামাক ছাড়ুন, সুস্থ থাকুন' বইটি লেখার জন্য আমি লেখককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

অতিরিক্ত সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য) কাজী জেবুন্নেছা বেগম বলেন, সমসাময়িক তথ্যনির্ভর এই বইটিতে একজন পাঠক সহজেই নিজের অনেক অজানা বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবেন। বিশেষত তামাকগ্রহণকারী ব্যক্তিকে তামাক থেকে মুক্ত রাখতে 'তামাক ছাড়ুন, সুস্থ থাকুন' বইটি হতে পারে দারুণ একটি হাতিয়ার। কারণ আমি বিশ্বাস করি, প্রত্যেকে যদি যার যার জায়গা থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণে কাজ করে তবে আমি বিশ্বাস করি অচিরেই আমাদের দেশ তামাকমুক্ত হবে।

কারাবন্দীদের পুনর্বাসনে পরিকল্পনা কর্মশালা

বাংলাদেশ কারা অধিদপ্তর এবং জিআইজেড কর্তৃক আয়োজিত ১৪-১৫ মার্চ ২০২২ কক্সবাজার হোটেল রয়েল টিউলিপে 'সেনটেন্স প্লানিং ফর রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্রিজনারস' বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক বাস্তবায়িত জেপিআরপিএইচআরপিসি প্রকল্পের র্কশালায় প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন ইকবাল মাসুদ, পরিচালক, স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।

কর্মশালায় তার লেখা বই "তামাক ছাড়ুন সুস্থ থাকুন", "মাদক নির্ভরশীলতার জানা-অজানা কথা" এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক প্রণীত "এইচআইভি/এইডস ও যৌনরোগ" বই তিনটি তিনি সৈয়দ বেলাল হোসেন, অতিরিক্ত সচিব (কারা অনুবিভাগ), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিগ্রেডিয়ার জেনারেল এএসএম আনিসুল হক, কারা মহাপরিদর্শক, কারা সদর দপ্তর, মোঃ খায়রুল আলম শেখ, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন অনুবিভাগ), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মুহাম্মদ শহিদ উল্লাহ্, উপসচিব (পরিকল্পনা-২ শাখা), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, একেএম ফজলুল হক, ডিআইজি, চট্রগ্রাম ডিভিশন এবং তাহেরা ইয়াসমিন, অপারেশন ডাইরেক্টর, রুল-অব-ল প্রোগ্রাম, জিআইজেড বাংলাদেশ এর হাতে বইগুলি তুলে দেন।

হসপিটালিটি সেক্টরে শতভাগ ধূমপানমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে: পর্যটন চেয়ারম্যান

'হসপিটালিটি সেক্টরে শতভাগ ধূমপানমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এলক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের অধিভুক্ত সকল হোটেল, রেস্টুরেন্ট ও স্থাপনাকে পুরোপুরি ধূমপানমুক্ত করার ব্যাপারে আমরা একমত'- বলেছেন বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মো. আলি কদর। ১০ মার্চ রাজধানীর আগারগাঁওস্থ বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের সম্মেলন কক্ষে এক সভায় তিনি এ কথা বলেন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের যৌথ আয়োজনে 'শতভাগ ধূমপানমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর গঠনে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের ভূমিকা' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে তিনি আরো বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে তামাকের ব্যবহার ধাপে

ধাপে কমিয়ে আনতে হবে। এলক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবে।

ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) এর সহযোগিতায় সভার সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের পরিচালক (যুগ্মসচিব) মো. আব্দুস সামাদ। সভায় বক্তব্য প্রদান করেন মো. মোস্তাফিজুর রহমান, লিড পলিসি এডভাইজার, ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস, হোসেন আলী খোন্দকার, সমন্বয়কারী (অতিরিক্ত সচিব), জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, মো. তৌফিকুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ রেস্তোঁরা মালিক সমিতি, নাদিরা কিরণ, সভাপতি, এভিয়েশন এন্ড ট্যুরিজম জার্নালিস্ট ফোরাম অব বাংলাদেশ (এটিজেএফবি), ইকবাল মাসুদ, পরিচালক, স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রমুখ।

দিবস উদ্‌যাপন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন

ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে প্রতি বছরে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, স্বাস্থ্য সেক্টরের বিভিন্ন কর্ম এলাকায় দিবসটি পালিত হয়ে আসছে।

তারই ধারাবাহিকতায় মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, গাজীপুর এবং আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, যশোর সেন্টারে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন, দেয়ালিকা, ভলিবল টুর্নামেন্ট, দাবা, লুডু, কেরামবোর্ড খেলার প্রতিযোগিতার আয়োজন, শহীদদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্বক এক মিনিট নিরবতা পাশাপাশি তাদের জীবন দর্শন, আলোচনা সভা, ভাষা শহীদের ইতিহাস ও আন্দোলন এর উপর নাটিকা, দেশের গান, কবিতা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের এর মধ্য দিয়ে দিনব্যাপি ইনহাউজ ক্লায়েন্ট ও কেন্দ্রের কর্মীদের অংশগ্রহণে দিবস পালিত হয়।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন

'টেকসই আগামীর জন্য জেন্ডার সমতাই আজ অগ্রগণ্য'- এই শ্লোগানে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করে। এছাড়া দিবসটি স্বাস্থ্য সেক্টরের অন্যান্য কর্ম এলাকায় পালিত হয় যার মধ্যে আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্প-২য় পর্যায়, পিএ-৩ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, কর্মএলাকায় উপ-প্রকল্প পরিচালক, ডা. শারমিন মিজান, আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্প-২য় উপস্থিত ছিলেন। আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্প-২য় পর্যায়, পিএ-৩ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, দিবসটি উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে বাবুল প্লাস্টিক এন্ড রাবার ইন্ডাস্ট্রিস এর মোট ৭২ জন শ্রমজীবি নারীকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে।

বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস

গত ২৪ শে মার্চ বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস পালন করা হয়। এ বছর বিশ্ব যক্ষ্মা দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল- 'বিনিয়োগ করি যক্ষ্মা নির্মূলে, জীবন বাঁচাই সবাই মিলে'। এদিনে সকাল ৯টায় মহাখালী স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী র‍্যালী ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী লাইন ডাইরেক্টর ডাঃ মোঃ খুরশীদ আলম, বাংলাদেশকে যক্ষ্মা মুক্ত করার জন্য সবাইকে একীভূতভাবে কাজ করার জন্য আহ্বান জানান।

বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান

২১ ফেব্রুয়ারী ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন,স্বাস্থ্য সেক্টর কর্তৃক পরিচালিত, মোনাসেফ আহ্ছানিয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত হাসপাতাল প্রাঙ্গণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে একটি ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১০টা হতে বিকাল ৪টা পর্যন্ত মোট ৩৬ জন রোগীর মাঝে এই সেবা প্রদান করা হয়। ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি টিম গঠন করে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পটি পরিচালনা করা হয়।

এছাড়া আরবান প্রাইমারী হেল্‌থ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রজেক্ট-দ্বিতীয় পর্যায়, পিএ-১ কুমিল্লা কর্মএলাকায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ডেলিভারী সেবাসহ এএনসি সেবা, প্যাথলজিক্যাল সেবা, শিশু স্বাস্থ্য সেবা, পরিবার পরিকল্পনা সেবা, সাধারণ রোগের স্বাস্থ্যসেবা বিনামূল্যে প্রদান করা হয়। সেবার মধ্যে ২ জনের নরমাল ডেলিভারী ও ১ জনের সিজারিয়ান ডেলিভারী সহ মোট ১৭৭ জনকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। আরবান প্রাইমারী হেল্‌থ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রজেক্ট-দ্বিতীয় পর্যায়, পিএ-০৩ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, বঙ্গবন্ধু জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প পরিচালক, আবুল ফয়েজ মো: আলাউদ্দিন খান, যুগ্ম -সচিব, আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্প-২য় পর্যায়। এছাড়া ঐ দিন বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, রক্তদান ও ব্লাডগ্রুপিং ক্যাম্প করা হয়।

২০ ফেব্রুয়ারী ২০২২ মায়ের হাসি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে বিনামূল্যে মেডিকেল ক্যাম্প এর আয়োজন করা হয়। কামরাঙ্গীরচর , ঝাউচর এলাকায় ছোট ছোট কারখানা আছে। এসকল কারখানায় কর্মরতদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য মায়ের হাসি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। মেডিকেল ক্যাম্পটিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেন ডা. কাজী আরিফুল ইসলাম আবির। ক্যাম্পটি পরিচালনায় সার্বিক ভাবে সহযোগিতা করেন প্রজেক্ট ম্যানেজার মাহফিদা দিনা রুবাইয়া ও এ্যাডমিন এ্যাসিসটেন্ট মোঃ নাছির উদ্দিন নয়ন।

ব্লাড গ্রুপ নির্ণয় বিষয়ক ক্যাম্প

মায়ের হাসি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের কর্ম এলাকার বিভিন্ন স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের রক্তের গ্রুপ নির্ণয়ের জন্য ক্যাম্পের আয়োজন করে থাকে। এর ধারাবাহিকতায় গত জানুয়ারী ও মার্চ মাসের হাজী আব্দুল আউয়াল স্কুল ও নূরে জান্নাত মহিলা মাদরাসায় ২টি ক্যাম্প আয়োজন করে।

রক্তদান কর্মসূচি

ঢাকা আহছানিয়া মিশন কর্তৃক পরিচালিত আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রোজেক্ট-দ্বিতীয় পর্যায়, সিওসিসি, পিএ-১ এর আওতায় নগর মাতৃসদন ও নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সমন্বয়ে নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-৩, ভাটপাড়া, কুমিল্লায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

আই ক্যাম্প

গত ২৯ মার্চ ২০২২ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রজেক্ট-দ্বিতীয় পর্যায়, সিওসিসি, পিএ-১, কুমিল্লাতে অবস্থিত নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-৫, ঢুলিপাড়া, কুমিল্লায় একটি আই ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। আই ক্যাম্পের মাধ্যমে নগরীর দরিদ্র ও হত-দরিদ্র জনগোষ্ঠীসহ সকল মানুষকে স্বল্পমূল্যে প্রাথ মিক চক্ষুসেবা প্রদান করা হয়। সেবার আওতায় মোট ৩০ জন সেবাগ্রহীতাকে প্রাথমিক চক্ষুসেবা প্রদান করা হয়।

বিনামূল্যে ডায়াবেটিস ক্যাম্প

মায়ের হাসি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র হতে গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ একটি বিনামুল্যে ডায়াবেটিস ক্যাম্প এর আয়োজন করা হয়। ডায়াবেটিস ক্যাম্পটিতে স্বাস্থ্যসেবা পরিচালনা করেন ডা. মেরিনা আক্তার। ক্যাম্পটিতে কামরাঙ্গিরচর, ঝাউচর ও এর আশপাশের লোকজন সেবা গ্রহন করতে আসেন। মায়ের হাসি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র হতে প্রতিমাসে ডায়াবেটিস ক্যাম্প এর আয়োজন করা হয়।

ওয়াশ সেক্টর কার্যক্রম

হাইজিন প্রমোশন সেশন

প্রকল্পের নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বেনাপোলে হাইজিন প্রমোশন সেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বেনাপোল পৌরসভার

সহযোগিতায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এ সেশন আয়োজন করে। হাইজিন প্রমোশন সেশন পরিচালনা করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রজেক্ট ম্যানেজার ইকবাল হোসাইন।

প্রকল্প পরিকল্পনা কর্মশালা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ওয়াশ সেক্টর বাস্তবায়নাধীন "সাস্টাইনাবলে আরবান প্রভিশন অফ ক্লিন ওয়াটার, বেনাপোল" প্রকল্পের অবহিতকরণ ও পরিকল্পনা কর্মশালা আয়োজিত হয় ৩১ মার্চ ২০২২। পৌরসভার হলরুমে বেনাপোল পৌরসভার কাউন্সিলরবৃন্দ, কর্মকর্তাবৃন্দ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে আয়োজিত কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্যানেল মেয়র মোঃ শাহাবুদ্দিন মন্টু এবং সভাপতিত্ব করেন পৌরসভার সচিব মোঃ সাইফুল ইসলাম বিশ্বাস। প্রকল্পের সফলতার উপর ভিত্তি করে নির্মিত ভিডিও ডকুমেন্টারী উপস্থাপন শেষে প্রজেক্ট ম্যানেজার মোঃ ইকবাল হোসাইন বিগত বছরের অগ্রগতি উপস্থাপন করেন। প্রানবন্ত ও অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মধ্য দিয়ে ২০২২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রকল্প কার্যক্রমের আলোকে একটি কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

ওয়াটার সেফটি সেশন

গত ২১ মার্চ নিয়মিত প্রকল্প কার্যক্রমের অংশ হিসাবে "ওয়াটার সেফটিচ বিষয়ে একটি সচেতনতা সেশনের আয়োজন করা হয়েছিল। সচেতনতা সেশনটি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের বেনাপোল ওয়াশ প্রকল্প দ্বারা আয়োজিত হয়। প্রজেক্ট ম্যানেজার মোঃ ইকবাল হোসাইন সহ কমিউনিটি মোবিলাইজার সেশনটি পরিচালনা করেন। এতে কমিউনিটির লোকজন উপস্থিত ছিলেন। নিরাপদ পানি, পানি সংগ্রহ, নিরাপদ পানির উৎস, সংরক্ষণ এবং নিরাপদ পানি পান সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয় এই সেশনে।

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে স্যানিটারি ল্যাট্রিন নির্মাণ ও সংস্কার

কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলাধীন রোহিঙ্গা ক্যাম্প-১৫ এ ১১ টি স্যানিটারি ল্যাট্রিন ও ৪টি গোসলখানা নির্মাণ এবং ৫০০ ফিট

ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে। "হিউম্যানিটেরিয়ান ওয়াশ ফর রোহিঙ্গা রিফিউজিস এন্ড হোস্ট কমিনিউটিস" প্রকল্পের আওতায় হিউম্যান আপিল এর অর্থায়নে এই কাজগুলি করেছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।

নারী ক্রেতা-বিক্রেতার স্বার্থ সুরক্ষার লক্ষে বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি

পুকুরজানা বাজারটি পটুয়াখালী সদর উপজেলার ইটবাড়িয়া ইউনিয়নে অবস্থিত। বাজারটিতে নানা ধরনের ব্যবস্থাপনা এবং অবকাঠামোগত সমস্যার কারনে দীর্ঘদিন যাবৎ ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিল। বাজারের নারী খাদ্যপণ্য বিক্রেতাদের বসার জন্য আলাদা কোন ব্যবস্থা ছিল না। ছিল না কোনো আলাদা টয়লেটের ব্যবস্থা। যদিও খাবার পানির জন্য বাজারে একটি টিউবওয়েল ছিল, তবে সেটিও ছিল ব্যবহার অনুপযোগী। বাজারটিতে ব্যবসায়ীদের বসার জন্য এলজিইডি নির্মিত একটি ঘর থাকলেও নিয়মিত পরিস্কার না করায় সবসময় অস্বাস্থ্যকর এবং দূর্গন্ধময় পরিবেশ বিরাজ করত। বাজারের একমাত্র ড্রেনটি কখনও পরিস্কার করা হতনা। বৃষ্টির সময় প্লাবিত হয়ে এই ড্রেনের আবর্জনাযুক্ত নোংড়া পানিতে বাজার সয়লাব হয়ে যেত। এর ফলে এলাকার মানুষ নানা ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হত। বাজারটিতে নৈশকালিন কোন আলোর ব্যবস্থা ও পাহারাদার ছিল না, যার ফলে সন্ধ্যার পরে ভয়ে বাজারে কোন ক্রেতা আসতো না। বাজারে সরকার নির্ধারিত একটি মহিলা কর্নার থাকলেও সেটি ছিল পুরুষ বিক্রেতাদের দখলে।

এমতাবস্থায় সেপ্টেম্বর ২০২২ সালে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন বাংলাদেশ নিউট্রিশন অ্যাক্টিভিটি বাজারটিতে কার্যক্রম শুরু করে। শুরুতেই প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে বসে বাজারের বিদ্যমান সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করার পাশাপাশি সমস্যাসমূহ সমাধান করার লক্ষে এক বছরের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সে মোতাবেক পুকুরজানা বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রথমেই তাদের কমিটি হালনাগাদ করেন এবং সরকারের নীতিমালা অনুযায়ী নারী ক্রেতা-বিক্রেতার স্বার্থ সুরক্ষার লক্ষে কমিটিতে ২ জন নারী সদস্য অর্ন্তভুক্ত করেন। বর্তমানে বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি নিয়মিত মাসিক সভা করে এবং সিদ্ধান্তসমূহ রেজুলেশনে লিপিবদ্ধ করে। বাজারে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সার্বিক সহযোগীতায় একটি নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি বাজারের নারী কর্নারটি দখলমুক্ত করেছেন এবং সেখানে নারী বিক্রেতারা বসে তাদের ব্যবসা পরিচালনা করছেন। এছাড়া তারা বেদখল হয়ে যাওয়া নারীদের টয়লেটটি দখলমুক্ত করে নারীদের জন্য ব্যবহার উপযোগী করে দিয়েছেন। বাজারে দুইজন নাইট গার্ড নিয়োগ করা হয়েছে যারা নিয়মিত বাজার পাহারা দেন এবং তাদের মাসিক বেতন বাজারের ব্যবসায়ীরা পরিশোধ করেন। বাজারের ইজারাদার একজন ঝাড়ুদার নিয়োগ করেছেন যিনি প্রতিনিয়ত বাজার পরিষ্কার করেন। ইউনিয়ন পরিষদ থেকে রাত্রিকালীন আলোর জন্য ২টি সৌর বিদ্যুৎ এর লাইটের ব্যবস্থা করেছেন এবং বাজারের ড্রেনটি সংস্কার করে দিয়েছেন। এখন বৃষ্টির সময় আর বাজারে দূষিত পানি জমে থাকেনা। বর্তমানে এই বাজারে নানা ধরনের আধুনিক সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান আছে এবং পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি ক্রেতা বিক্রেতার সমাগম হয়। বাজারের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি ডাকা আহ্ছানিয়া মিশনকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বিএনএ প্রকল্পের কর্মকর্তাদের সঠিক দিক-নির্দেশনার ফলে আজ আমাদের পক্ষে বাজারের এই উন্নয়ন করা সম্ভব হয়েছে।

কেস স্ট্যাডি: আকুলী বালার পরিবর্তনের গল্প

আকুলী বালা পটুয়াখালী জেলার মির্জাগঞ্জ উপজেলার কাঠালতলী বাজারের একজন ক্ষুদ্র ব্যাবসায়ী। তিনি কাঠালতলী বাজার থেকে এক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত সমাদ্দারকাঠী নামক গ্রামে বাস করেন। কাঠালতলী মাধ্যমিক বিদ্যালয় গেটের ঠিক অপরপাশেই তার দোকান। আকুলী বালার স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে তার স্বামীর রেখে যাওয়া এই দোকানটিই তার জীবনযাপনের একমাত্র অবলম্বন। তার দোকানের বেশীরভাগ ক্রেতাই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী। নিরাপদ খাবার এবং খাদ্যের পুষ্টিগুণ সম্পর্কে না জানার কারনে পূর্বে তিনি শিশুদের জন্য মজাদার খাবার বিশেষ করে চিপস্, চানাচুর, বিস্কুট, চকলেট ইত্যাদি খাদ্যপণ্য বিক্রি করতেন। তিনি বাজারের চাহিদা এবং পুষ্টির গুণাগুণ সম্পর্কে বিবেচনা না করেই নিজস্ব চিন্তাভাবনার আলোকে তার ব্যাবসা পরিচালনা করে আসছিলেন। ইতিমধ্যে আকুলী বালা ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক বাস্তবায়িত বাংলাদেশ নিউট্রিশন অ্যাক্টিভিটিতে যোগদান করেন এবং পুষ্টি ও ব্যবসা ব্যবস্থাপনা বিষয়ের উপর মোট চারটি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণলব্ধ ধারনা কাজে লাগিয়ে তিনি তার দোকানে নানা ধরনের পুষ্টিকর এবং নিরাপদ খাদ্যপণ্য রাখতে শুরু করেন। তিনি খাদ্যপণ্য বিক্রির পাশাপাশি পুষ্টিকর খাদ্য এবং এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ক্রেতাদেরকে বিশেষ করে শিশুদের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। ফলশ্রুতিতে ক্রেতাদের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যেহেতু তার মূলধন খুবই কম, সেহেতু তিনি কম মূল্যে সহজপ্রাপ্য দেশী ফলমূল বিক্রি করেন। এমনকি তার বাড়িতে উৎপাদিত বিভিন্ন শাক-সবজিও তিনি তার দোকানে এনে বিক্রি করছেন। বাংলাদেশ নিউট্রিশন অ্যাক্টিভিটি থেকে আকুলী বালার দোকান সুন্দরভাবে সাজিয়ে

দেয়া হয়েছে এতে করে তার দোকানের ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। আকুলী বালা এখন পুষ্টিকর খাবারের ব্যাপারে অনেক সচেতন। তার দোকানে নারী ক্রেতাদের আগমন এখন লক্ষ্যনীয়। পুষ্টির বিষয়টি মাথায় রেখে আকুলী বালা ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এখন নানা ধরনের দেশী ফলের পাশাপাশি সিদ্ধ ডিম রাখতে শুরু করেছেন। আকুলী বালা বলেন, 'বাংলাদেশ নিউট্রিশন অ্যাক্টিভিটির কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ কারন এই প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ এবং পরামর্শ পেয়ে আমি আমার ব্যবসায় উন্নতি করতে পেরেছি এবং ব্যবসার উন্নয়নের জন্য নতুন করে পরিকল্পনা করতে পেরেছি'।

মাদকনির্ভরশীলদের চিকিৎসায় আর্দশ প্রতিষ্ঠান

আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

Web: www. amic.org.bd, www.amdtc.org.bd
Email: amic.dam@gmail.com
Youtube Channel-youtube.com#c#DAMHealth

ঠিকানা সমূহ

গাজীপুর (পুরুষ কেন্দ্র)
মিয়াবাড়ি সড়ক, গজারিয়া পাড়া
রাজেন্দ্রপুর, গাজীপুর
মোবাইল : ০১৭১৫-৪০৭৮৪৩
০১৭৭- ২৯১৬১০২
Email : dtcgazipur@amic.org.bd

মুন্সিগঞ্জ (পুরুষ কেন্দ্র)
আলমপুর, হাঁসাড়া, শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ
মোবাইল : ০১৮১০১১৩৬৪১
০১৭৮২৯৬৬৬০৬
Email : monojotno@amic.org.bd

যশোর (পুরুষ কেন্দ্র)
বড়, ভেকুটিয়া সদর, যশোর
মোবাইল : ০১৭৮১৩৫৫৭৫৫
০১৭৫৭ ০২৩৭৩৩
Email : dtcjashore@amic.org.bd

ঢাকা (নারী কেন্দ্র) এবং মনোযত্ন কাউন্সেলিং কেন্দ্র
১৫২/ক, ব্লক-ক, রোড নং-৬,পিসি কালচার হাউজিং সোসাইটি শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
মোবাইল : ০১৭৭৭৭৫৩১৪৩,০১৭৪৮৪৭৫৫২৩
Email : amic.fdtc@gmail.com

DHAKA AHSANIA MISSION
ADDICTION MANAGEMENT & INTEGRATED CARE (AMIC)
Since 1990

হেল্থ সেক্টর, বাড়ি-১৫২, ব্লক-ক, সড়ক- ৬, পিসিকালচার হাউজিং, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক প্রকাশিত এবং আহ্ছানিয়া প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, প্লট-৩০, ব্লক-এ, রোড-১৪
আশুলিয়া মডেল টাউন, খাগান বিরুলিয়া সাভার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

ফোন: ৫৮১৫১১১৪, মোবাইল: ০১৭৮২৬১৮৬৬১, ই-মেইল: info@amic.org.bd, amic.dam@gmail.com
web: www.amic.org.bd; dam-health.org